রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৮, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৭১—৮৮২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৮৯—১২০০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৭—৪১১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৫৭—১২৮৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
জন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আশ্বিন ১৪৩৩/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **০১.০০.০০০০.০০৭.০২.০০১.২৪.৩৪৮**—বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় কাউন্সিল এর বিশেষ সভাসহ নির্বাচনি কাউন্সিল সভা আয়োজনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে 'অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো:

অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা জনাব মোঃ এহছানুল হক, সদস্য (সিনিয়র সচিব), পরিকল্পনা কমিশন;

অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটি:

ক্রমিক	পদবি	নাম	মোবাইল
১.	সভাপতি	জনাব নাসিমুল গনি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১৭৮১৪৪৭৬৫৬
২.	সহ-সভাপতি-১	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ক্রমিক	পদবি	নাম	মোবাইল
৩.	সহ-সভাপতি-২	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৪.	সহ-সভাপতি-৩	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৫.	সহ-সভাপতি-৪	জনাব মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ	০১৭৯৩৫৬০২৭৭
৬.	প্রধান জাতীয় কমিশনার	জনাব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	০১৭১৫০১৫০১৯
৭.	কোষাধ্যক্ষ	প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল	০১৭১১৫৮৬৫০৫
৮.	জাতীয় কমিশনার ২০(বিশ) জন	'গঠন ও নিয়ম' এর ৩০(চ) ধারার আলোকে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন	
৯.	সদস্য	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	
১০.	সদস্য	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	
১১.	সদস্য	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা	
১২.	সদস্য	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা	
১৩.	সদস্য	মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	
১৪.	সদস্য	সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান-০৮ (আট) জন	
১৫.	সদস্য	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশীবাজার, ঢাকা	
১৬.	সদস্য	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা	
১৭.	সদস্য	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি ০১ জন (উপসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ মনোনয়ন দিবেন)	
১৮.	সদস্য	জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন মহিলা সদস্যসহ ০৩(তিন) জন সহযোজিত সদস্য (জাতীয় নির্বাহী কমিটি ১ম সভায় মনোনীত করবে)	
১৯.	কাউন্সিলর প্রতিনিধি ০৬(ছয়) জন	জাতীয় কাউন্সিল এর বিশেষ কাউন্সিল সভায় নির্বাচিত হবেন	
২০.	আঞ্চলিক প্রতিনিধি ১৩(তের) জন	আঞ্চলিক কাউন্সিল সভার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন	
২১.	নির্বাহী পরিচালক	পদাধিকারবলে	
২২.	রোভার স্কাউটস প্রতিনিধি ০২(দুই) জন	২৩ (দ) ধারা আলোকে নির্বাচন করা হবে	

ক) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৮ তারিখ পর্যন্ত এ কমিটির মেয়াদ কার্যকর থাকবে।

খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ ০১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
উপসচিব (প্রশাসন)।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৫.২৬/৫.৪২**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার আওতাধীন ডুগডুগি এলএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ৩১৯.১৪১ মে. টন চাল ও ৪২৭৮ খানা খালি বস্তা আত্মসাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রত্যেক পাক্ষিকে সরেজমিনে গুদামে গিয়ে প্রত্যেক খামাল কার্ডের সাথে বাস্তবে গুদামে সংরক্ষিত খামালের মজুদ ক্রসচেক করে পরিদর্শন রেজিস্টার লিখে পাক্ষিক মজুদ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিধান রয়েছে। এছাড়া, পেয়িং অফিসার হিসেবে খামালে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই করে খাদ্যশস্যের বিল প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। অভিযুক্ত কর্তৃক এ নির্দেশনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা হয়নি। ডুগডুগি এলএসডির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে সুপরিকল্পিতভাবে যোগসাজশ করে সরকারি খাদ্যশস্য ও বস্তা তছরুপ, ডব্লিউকিউএসসি তে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতিতে মদদ প্রদান, যাচাই/বাছাই না করে ও নিশ্চিত না হয়ে ভুয়া পাক্ষিক খামাল যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন;

যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগে জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তর, প্রশাসন বিভাগের ১৩-০৮-২০২৪ তারিখের ৬৩৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। উক্ত ঘটনায় মোট সরকারি ক্ষতির পরিমাণ ১,৭১,৩১,২৭৯.৫২ (এক কোটি একাত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত উনআশি দশমিক পাঁচ দুই) টাকা। উক্ত সরকারি ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ৩,৪২,৬২,৫৫৯.০৪ (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত উনষাট দশমিক শূন্য চার) টাকা। তার নিকট থেকে আদায়যোগ্য মর্মে অভিযোগনামায় উল্লেখ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর উক্ত মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তার বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ২৯-১০-২০২৪ খ্রি. এর ৯১৫ নং স্মারকে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপসহ সরকারি ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ৩,৪২,৬২,৫৫৯.০৪ (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত উনষাট দশমিক শূন্য চার) টাকা আদায়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্তৃক সংঘটিত সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৩,৪২,৬২,৫৫৯.০৪ (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত উনষাট দশমিক শূন্য চার) টাকা আদায়সহ 'নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অভিযুক্ত জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নবম গ্রেডের গেজেটেড কর্মচারী। তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২৬-১১-২০২৫ খ্রি. এর ৫৯৯ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাকে নিম্নোক্ত দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়;

ক) অভিযুক্ত জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) (ক) অনুযায়ী ০১(এক) বছরের জন্য 'নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ডের প্রেক্ষিতে বর্তমানে গ্রেড-০৯ এ ৩০,৯৯০ টাকা মূল বেতন এর স্থলে তিনি দণ্ডকালীন ১০ম গ্রেডে ৩০,২৬০ টাকা মূল বেতন আহরণ করবেন। উক্ত সময়ে তার বেতন বৃদ্ধি বন্ধ থাকবে এবং তিনি এ সময়ের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

খ) তাকে সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ৩,৪২,৬২,৫৫৯.০৪ (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত উনষাট দশমিক শূন্য চার) টাকা এই আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যথাসময়ে উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর খাদ্য অধিদপ্তরের ১৬-০৬-২০২৬ তারিখের ৫৯০ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিভাগীয় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং ১৫-০৯-২০২৬ তারিখে তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং শুনানিকালে আবেদনকারী তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং অবসরপ্রাপ্ত জীবনের সার্বিক পরিস্থিতি ও মানবিক দিক বিবেচনায় তাকে আরোপিত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা জানান; এবং

যেহেতু, মৌখিক ও লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হিসেবে কর্মকালে তার আওতাধীন ডুগডুগি এলএসডিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ৩১৯.১৪১ মে. টন চাল ও ৪২৭৮ খানা খালি বস্তা আত্মসাতের ঘটনা সংঘটিত এ বিষয়ে তার নিকট হতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর ব্যক্তিগত আপিল শুনানি, দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় তার জবাব সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হয় এবং প্রদত্ত আদেশ যথাযথ ও বিধিসম্মত হওয়ায় হস্তক্ষেপযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ ইউনুস আলী মন্ডল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর এর আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু তাহের মো: মাসুদ রানা
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪৩৩/২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৭.২৭.০০১৭.২৪-৫৪**—যেহেতু, জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে;

২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মর্মে বিবেচিত হয়েছে;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩/১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১১৬**—আদিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-লক্ষ্মীপুর এর সুপারিশের আলোকে লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর মডেল থানার মামলা নং-২১, তারিখ: ১২-০১-২০২৫ খ্রি., সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৬(২) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০১৮.২৬-৩৫৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আপেল মাহমুদ (বিপি-৭৯০৫১০২৪৬৮), সাবেক পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি), ট্যুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার রিজিয়ন, কক্সবাজার ও বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মর্মে বিবেচিত হয়েছে;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আপেল মাহমুদ (বিপি-৭৯০৫১০২৪৬৮), সাবেক পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি)-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহীতে, সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪৩৩/২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১০৯.২৩.৪২৭**—যেহেতু, জনাব আবদুর রাজ্জাক মিয়া (বিপি-৮৪১২১৪৭৬৫২), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, সদর, শরীয়তপুর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয় :

(ক) তিনি ঘরবাড়ি নির্মাণ করার জন্য যৌতুক হিসেবে তার সাবেক স্ত্রী জনাব সাবিহা নাসরিন পুতুল-এর মামা জনাব মোঃ সেলিম বিশ্বাস- এর নিকট হতে মানিকগঞ্জ শাখার সোনালী ব্যাংকে টিটি মারফত গত ০৪-০৪-২০১৪ তারিখে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা, ১৮-০৫-২০১৪ তারিখে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা, হরিরামপুর শাখা হতে গত ০৫-০২-২০১৫ তারিখে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, পাবনা সোনালী ব্যাংক হতে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা সহ মোট নয় লক্ষ টাকা তাঁর মায়ের দরগ্রাম মানিকগঞ্জ শাখার একাউন্ট নং- ১০০০০৫৮৪৯-তে গ্রহণ করেন এবং আরো ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা নগদসহ সর্বমোট ১০ (দশ) লক্ষ টাকা যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করেন;

(খ) তাঁর মোবাইল ফোনের ম্যাসেঞ্জার অপশনে বিভিন্ন মেয়েদের অশ্লীল ছবি এবং তাঁদের সাথে কথা বলার বিষয়ে তাঁর সাবেক স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে তিনি স্ত্রীকে মারধর করে জখমসহ ভয়ভীতি, হুমকি ও নির্যাতন করেন। যার প্রেক্ষিতে তাঁর সাবেক স্ত্রী পাবনা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৭৩৬৩৪৩৮৫৯, ০১৭৬৯৯২৮২৮৫, ০১৭৬৩৪২৪৩৯৪, ০১৭২১৫০১৩৫৭, ০১৭৮২৬৫৫১৫৬, ০১৭৮৩৯২৬১৫৮, ০১৭৭৪৪৭৫৩৬৬ হতে জনৈকা তিথি, হেলেনা, জেসমিন, শিলাসহ বিভিন্ন মেয়েদের সাথে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হওয়ার রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়;

(গ) তাঁর সাবেক স্ত্রী জনাব সাবিহা নাসরিন পুতুল-এর নিকট হতে যৌতুক নেয়া এবং মারধর, নির্যাতনের অভিযোগের তাঁর বিরুদ্ধে পাবনা জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৪ মোতাবেক ১৯৭/১৬ নম্বর মামলা রুজু হয়, যা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। এছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে পাবনা জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ)/৩০ ধারা মোতাবেক ৯৮/১৬ নম্বর মামলা রুজু হয়, যা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে; এবং

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২-০২-২০১৭ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিমতে যথাক্রমে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ৭২/২০১৬ (নতুন ১০৯/২০২৩) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়;

৩। যেহেতু, তিনি ০৯-০৪-২০১৭ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। গত ০৬-১১-২০১৭ এবং ০৭-০৯-২০২৩ তারিখ দুদফায় ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিঅন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ২৭-১১-২০২৩ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ৩১-০৮-২০২৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় তাঁকে "লঘুদণ্ড" আরোপের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, জনাব আবদুর রাজ্জাক মিয়া (বিপি-৮৪১২১৪৭৬৫২), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, সদর, শরীয়তপুর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-এর বিরুদ্ধে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাঁকে "০১ (এক) বছরের জন্য বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। অর্থাৎ ৯ম গ্রেডে তাঁর বর্তমান মূলবেতন ২৬,৭৬০/- টাকা থেকে অবনমিত করে ২৫,৪৮০/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো। বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিত থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ভাদ্র ১৪৩৩/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১-৮৫১**—যেহেতু, জনাব আ ফ ম নিজাম উদ্দিন, পিপিএম-বার (বিপি-৭৮০৮১২১৫৮৮), পুলিশ সুপার (টিআর), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রংপুর-এ সংযুক্ত আছেন। বর্ণিত কর্মকর্তা মিরপুর সেনানিবাসে চলমান ডিএসসিএসসি-২০২৬ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য গত ৮-১-২০২৬ খ্রি. পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্থান গ্রহণ করেন। উক্ত কোর্স চলাকালে গত ০৭-০৬-২০২৬ খ্রি. তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সিএমএইচ, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের প্রেক্ষিতে আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে বর্ণিত কর্মকর্তার ডোপ টেস্ট শেষে Urine Benzo Diazepines (BZO) Amphetamine/methamphetamine 'Positive' পাওয়া যায়, যা উক্ত ডিএসসিএসসি কোর্সের শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ' এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব আ ফ ম নিজাম উদ্দিন, পিপিএম-বার (বিপি-৭৮০৮১২১৫৮৮)-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-২৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ভাদ্র ১৪৩৩/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৩৪.১৯.২১৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল হালিম (ব্যক্তিগত নং ২০৯২৯), উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) গত ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন নিয়মিত অফিসে উপস্থিত থাকার বিধান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এর ফলে এমআইএসটি'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) এবং (গ) উপবিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়, এবং

যেহেতু, রুজুকৃত মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ডাক বিভাগের মাধ্যমে অভিযুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব) জনাব মোঃ আব্দুল হালিম-এর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় এবং ব্যক্তিগত ই-মেইলে প্রেরণ করা হয় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ডাকযোগে ও ই- মেইলের মাধ্যম লিখিত জবাব প্রেরণপূর্বক ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জনাব মোঃ আব্দুল হালিম-এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব জাকির হোসেন, পরিচিতি নং-৮১৯৯, উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, এবং

যেহেতু, সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা এমআইএসটি এর জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সিভিল অ্যাডমিন অ্যান্ড অ্যাডমিশন অফিসার (সিএসও), অভিযুক্ত জনাব মোঃ আব্দুল হালিম (২০৯২৯), উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, এমআইএসটি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন-এর উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। উক্ত ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত জনাব মোঃ আব্দুল হালিম মৌখিক ও লিখিত জবাব দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৯-০৪-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আব্দুল হালিম (ব্যক্তিগত নং ২০৯২৯) এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর দায়ে দোষী মর্মে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন, এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ আব্দুল হালিম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (গ) অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে তা প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ আব্দুল হালিম কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনান্তে সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রাপ্ত জবাব, সংস্থার অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত ও সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব) জনাব মোঃ আব্দুল হালিম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়, এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধিতে গুরুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সঙ্গে পরামর্শের বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধান-৭ অনুসারে আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন নেই, এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮- এর ৩(খ) এবং (গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল হালিম (ব্যক্তিগত নং ২০৯২৯), উপসহকারী প্রকৌশলী (ল্যাব), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)- এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল উপাদান ও প্রমাণিত অপরাধের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বর্ণিত 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ৭(৮) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(১)(খ) ও ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩/৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৬.০৪২.০৩৩.০৩.০০.১৪৭.১১.২০৩১**—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০-এর ধারা ৮২ক(১) মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	জেলা পরিষদ
১.	জনাব এম এ মজিদ পিতা- জমির উদ্দিন মাতা- সালেমা খাতুন ঠিকানা- গ্রাম: মসজিদ পাড়া, ওয়ার্ড নং-০২, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।	জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক জেলা পরিষদ আইন, ২০০০-এর ধারা ৮২ক(৩) অনুযায়ী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বিধিবিধান মোতাবেক ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৬.২৪-২৫৯**—যেহেতু, জনাব কাজী মাহফুজুল করিম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ বর্তমানে সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নেত্রকোনা (সংযুক্ত: বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ, এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ০২-০২-২০২৬ তারিখের ৫৯.০০.০০০০. ১১৭. ২৭. ১৪৬.২৪-৩৯(১) নং প্রজ্ঞাপনমূলে ০২ (দুইটি) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতের লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব কাজী মাহফুজুল করিম উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ মার্জনা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২৫-০২-২০২৬ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে প্রদত্ত শাস্তি হ্রাস করে ০১ (একটি) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতের দণ্ডাদেশ প্রদান করেন;

৩। সেহেতু, জনাব কাজী মাহফুজুল করিম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ বর্তমানে সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নেত্রকোনা (সংযুক্ত: বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ)-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক ০২ বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতের লঘুদণ্ড হ্রাসপূর্বক ০১ বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতের লঘু দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ কে এম বেনজামিন রিয়াজী
সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪৩৩/২৫ আগস্ট ২০২৬

নং **৫৯.০০.০০০০.১৪১.৩৬.০০১.২২(অংশ-২)-৭১০**—শহীদ এম মনসুর আলী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ-এর নাম পরিবর্তন করে নিম্নরূপভাবে নামকরণ করা হলো :

ক্রম	পূর্বের নাম	বর্তমান নাম
০১	শহীদ এম মনসুর আলী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, (আইএইচটি), কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১ আশ্বিন ১৪৩৩/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৫৯.০০.০০০০.০০০.১৪১.৪২.০০০১.২০.৭৭০**—বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২৩ এর ১২(৪) এর বিধান অনুসারে অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-কে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান এর শূন্য পদে নির্বাহী পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৩৫.২২-৫৯**—যেহেতু, বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং ১৩/২০২২, তারিখ: ১৭-১০-২০২২;

যেহেতু, বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন বালাইনাশকের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান;

যেহেতু, বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর অধিকাংশ সদস্য টি.ও লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বে বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন-এর সদস্য ছিল এবং এখনও অনেকেই সদস্য হিসেবে রয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন এর সদস্য সংখ্যা ১২৩০ এবং বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর সদস্য সংখ্যা ২০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান;

যেহেতু, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন সংগঠন ০২ (দুই)টির উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও পরিধি একই ধরণের;

যেহেতু, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন উভয় বাণিজ্য সংগঠনের লক্ষ্য অভিন্ন হওয়ায় একই খাতে একাধিক সংগঠন থাকায় বালাইনাশক আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে;

যেহেতু, বালাইনাশক ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত ০১ (এক) টি বাণিজ্য সংগঠন থাকাই যুক্তিযুক্ত;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ৮ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ১০ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বামা)-কে বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন (বিসিপিএ)-এর সঙ্গে একীভূত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বামা)-এর অনুকূলে ১৭-১০-২০২২ তারিখে প্রদানকৃত ১৩/২০২২ নম্বর লাইসেন্স সরকার এতদ্বারা বাতিল করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৫২৩**—সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ৮ম, ১৫তম, ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখের ০৩.০৪.০০০০.০৬৯.০৬.০০৩.২৬-৬০ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল জেলার জন্য নিম্নোক্তভাবে 'জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

(২) পুলিশ সুপার

(৩) সিভিল সার্জন

(৪) হাইওয়ে পুলিশের ১জন প্রতিনিধি

(৫) মেয়র, জেলা সদর পৌরসভা

(৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি

(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর

(৮) জেলা শিক্ষা অফিসার

(৯) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

(১০) জেলা তথ্য অফিসার

(১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(১২) সভাপতি/সম্পাদক, জেলা প্রেস ক্লাব

(১৩) সংশ্লিষ্ট চেম্বার অব কমার্স-এর ১জন প্রতিনিধি

(১৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট-এর ১জন করে সর্বাধিক ৪জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৫) জেলা সমন্বয়কারী ব্র্যাক

(১৬) নিরাপদ সড়ক চাই সংস্থা এর প্রতিনিধি

(১৭) **স্থানীয় পর্যায়ের ৩(তিন) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১জন নারী প্রতিনিধিসহ)** (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৮) সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত (১জন যাত্রীবাহী ও ১জন পণ্যবাহী) ২জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৯) সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের আইআরও লাইসেন্সপ্রাপ্ত (১জন যাত্রীবাহী ও ১জন পণ্যবাহী) ২জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(২০) সভাপতি/সম্পাদক, জেলা রোভার স্কাউট

সদস্য-সচিব

(২১) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)/মোটরযান পরিদর্শক, বিআরটিএ, সংশ্লিষ্ট সার্কেল

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন;

(২) জেলা পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(৩) জেলার সংশ্লিষ্ট মহাসড়কের ঝুঁকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিতকরণ

(৪) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সামাজিক সচেতন প্রতিনিধি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) জেলা পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ;

(৬) জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন;

(৭) পরিকল্পিত সড়ক নিরাপত্তা উদ্যোগের বিষয়ে সাধারণ জনগণ, পথচারী, ছাত্র-ছাত্রী, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(৮) কমিটি ২ মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনে জরুরি বিবেচনায় যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে;

(৯) কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে; এবং

(১০) কমিটি অনধিক ২(দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ বিভাগের গত ২৬-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৩৫.০০.০০০০. ০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৭৭৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৫২৪**—সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ৮ম, ১৫তম, ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখের ০৩.০৪.০০০০. ০৬৯.০৬.০০৩.২৬-৬০ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য নিম্নোক্তভাবে 'মেট্রোপলিটন সড়ক নিরাপত্তা কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) পুলিশ কমিশনার (সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা)

সদস্যবৃন্দ

(২) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসকের ১জন প্রতিনিধি

(৩) বিভাগীয় পরিচালক, (স্বাস্থ্য), সংশ্লিষ্ট বিভাগের ১জন প্রতিনিধি

(৪) ডিটিসিএ/চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ১ জন প্রতিনিধি

(৫) সিটি কর্পোরেশন এর ১জন প্রতিনিধি

(৬) ডিসি (ট্রাফিক), সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা

(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা)

(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(৯) জেলা শিক্ষা অফিসার

(১০) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

(১১) বিভাগীয়/জেলা তথ্য অফিসার

(১২) চেম্বার অব কমার্স-এর ১জন প্রতিনিধি

(১৩) সভাপতি/সম্পাদক, জেলা প্রেস ক্লাব

(১৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট-এর ১জন করে সর্বাধিক ৪জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৫) **স্থানীয় পর্যায়ের ৩(তিন) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১জন নারী প্রতিনিধিসহ)** (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৬) জেলা সমন্বয়কারী, ব্র্যাক

(১৭) নিরাপদ সড়ক চাই সংস্থা এর প্রতিনিধি

(১৮) সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত (১জন যাত্রীবাহী ও ১জন পণ্যবাহী) ২জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৯) সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের আইআরও লাইসেন্সপ্রাপ্ত (১জন যাত্রীবাহী ও ১জন পণ্যবাহী) ২জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(২০) মহানগর-এর রোভার স্কাউট এর প্রতিনিধি

(২১) মহানগর-এরা রেডক্রিসেন্ট এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(২২) পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিআরটিএ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন;

(২) মেট্রোপলিটন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(৩) মেট্রোপলিটন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক/এলাকা চিহ্নিতকরণ;

(৪) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সামাজিক সচেতন প্রতিনিধি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৫) মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন;

(৬) মেট্রোপলিটন এলাকায় যানবাহন চলাচলের সময়সূচি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

(৭) পরিকল্পিত সড়ক নিরাপত্তা উদ্যোগের বিষয়ে সাধারণ জনগণ, পথচারী, ছাত্র-ছাত্রী, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(৮) কমিটি ২ মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনে জরুরি বিবেচনায় যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে;

(৯) কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে; এবং

(১০) কমিটি অনধিক ২(দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ বিভাগের গত ২৬-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৩৫.০০.০০০০. ০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৭৭৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৫২৫**—সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ১০ম, ১৫তম, ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখের ০৩.০৪.০০০০.০৬৯.০৬.০০৩.২৬-৬০ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যে সকল উপজেলার মধ্যে দিয়ে জাতীয় বা আঞ্চলিক মহাসড়ক রয়েছে, সে সব উপজেলার জন্য নিম্নোক্তভাবে 'উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো :

(ক) **কমিটি গঠন :**

সভাপতি

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সদস্যবৃন্দ

(২) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ (পুলিশ স্টেশন)

(৪) ট্রমা কেয়ার সেন্টারের প্রধান (যদি উপজেলা এলাকায় ট্রমা কেয়ার সেন্টার থাকে)

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর ১জন প্রতিনিধি (উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৬) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

(৭) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার

(৮) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার

(৯) জাতীয় বা আঞ্চলিক মহাসড়ক বা ঝুঁকিপূর্ণ অন্য কোনো প্রকার সড়ক রয়েছে, এমন ইউনিয়ন পরিষদের সর্বাধিক ১জন চেয়ারম্যান (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১০) সংশ্লিষ্ট উপজেলার সড়ক পার্শ্বস্থ স্কুল, কলেজ এবং ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের ১ জন করে সর্বাধিক ১ জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১১) **স্থানীয় পর্যায়ের ৩(তিন) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১ জন নারী প্রতিনিধিসহ)** (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১২) সড়ক নিরাপত্তা সেক্টরে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থার ১ জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)

(১৩) স্থানীয় ব্র্যাকের ম্যানেজার/উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১৪) বিআরটিএ এর ১জন প্রতিনিধি (মোটরযান পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নয়, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) কর্তৃক মনোনীত

সদস্য-সচিব

(১৫) উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের এবং জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা;

(২) সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত অজ্ঞাত, অপরিচিত, দাবিদারবিহীন মৃত যাত্রীর লাশ প্রচলিত আইন ও রীতির আলোকে যথাযথ ব্যবস্থাকরণ, তাৎক্ষণিকভাবে তার আত্মীয় স্বজনকে বিষয়টি অবহিতকরণ;

(৩) সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে, আহত, জখমপ্রাপ্ত, অচৈতন্য, পঙ্গু, বিভিন্ন জেলার দূর-দূরান্তের যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের পর উক্ত ব্যক্তির নিজ বাড়িতে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ, নতুবা তাঁর আত্মীয় স্বজনকে বিষয়টি অবহিতকরণ;

(৪) কমিটির সদস্যদের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং যাচাই এর মাধ্যমে উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ সড়কের অংশ চিহ্নিতকরণ;

(৫) সামাজিক সচেতন প্রতিনিধি গ্রুপ গঠনে উৎসাহিত করা, সমন্বয় সাধন করা এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা;

(৬) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং শ্রেণিবদ্ধ করা;

(৭) কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ সংস্থার দ্বারা সম্পাদনযোগ্য সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা;

(৮) সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

(৯) পরিকল্পিত সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক গ্রুপ সনাক্তকরণ এবং তাদের অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা;

(১০) পরিকল্পিত সড়ক নিরাপত্তা উদ্যোগের বিষয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা;

(১১) সড়ক ব্যবহারকারী এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে নিরাপদ সড়ক ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমন্বয় সাধন করা;

(১২) কমিটির সদস্যদের নিকট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহন নিবন্ধীকরণ, যাচাই এবং ট্রাফিক আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করা; এবং

(১৩) জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দাখিল করা।

(গ) কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনে জরুরি বিবেচনায় যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে।

(ঘ) কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

(ঙ) কমিটি ২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ বিভাগের গত ০৯-১১-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৩৫.০০.০০০০. ০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-৮০৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ ভাদ্র, ১৪৩৩/১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০০৩.১৬-১০২**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ (কাফকো)" শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৩ এর বিধানের প্রয়োগ হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি :

১। কোনো শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৬০ (ষাট) ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না;

২। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুণ হারে মজুরী প্রদান করতে হবে;

৩। প্রত্যেক শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন করে সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৪। কেবল স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৫। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপন করতে হবে;

৭। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৮.০০১.২৬-১০১**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ (৩) (ক) এর উপধারা এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল" শিল্প সেক্টরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করিল, যথা:—

সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য :

১। জনাব মো: আখতার হোসেন বাবুল, চেয়ারম্যান, কে. এম জুট ফাইবার লি. এবং পরিচালক, বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, আদমজী কোর্ট (মেইন বিল্ডিং), স্থায়ী ঠিকানা: গফরগাঁও পৌর এলাকা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, বর্তমান ঠিকানা: ২৩৪ শেওড়াপাড়া (ওয়াসা রোড), মিরপুর, ঢাকা। জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ৬১২২২০৮১৩২০৪৫। মোবাইল নম্বর: ০১৯১৯৭৭৮৮৮৮।

সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য :

২। জনাব হাজী আব্দুস সালাম তরফদার সভাপতি, আকিজ জুট মিলস্ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: একতারপুর, তালতলাহাট, অভয়নগর, যশোর। জাতীয় পরিচয়পত্র নং : ৮৬৯৩৮০৪৭৪৫। মোবাইল নম্বর : ০১৭১৭-২৪৮২৫৩।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩/০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৯.২৭.০০০৭.২৬-১৯০**—যেহেতু, ড. অসীম কুমার দাস (গ্রেডেশন নং-১২৪৫), প্রকল্প পরিচালক, "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মকালে ১৮ মে ২০২৬ তারিখে নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় ১০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২টি করে মোট ২০০টি ছাগল ও ৫০ কেজি করে দানাদার খাদ্য বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ কার্যক্রম গ্রহণকালে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৮ (আট) কেজি ওজনের ছাগল বিতরণ করার বাধ্যবাধকতা ছিল। বিতরণকৃত ২০০টি ছাগলের মধ্যে ৪০জন সুফলভোগীর মাঝে ৮০টি কম ওজনের ছাগল বিতরণ করেন। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৮ (আট) কেজি ওজনের ছাগল বিতরণ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন কর্তৃক গত ২৪-০৫-২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০. ১৪২.১৪.০১৫.১৯-৩৬ সংখ্যক পত্রে ড. অসীম কুমার দাসকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কারণ দর্শানোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ০৮ জুন ২০২৬ তারিখে যে জবাব প্রদান করেন তা সন্তোষজনক না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর ৩ (খ) ও ৩ (ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে গত ০৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.০০০. ১১৯.২৭.০০০৭.২৬-১৫৮ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং ০৪/২০২৬ রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন ও তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কলমাকান্দা গত ১৮-০৫-২০২৬ তারিখ অপরাহ্ন আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকায় মুঠোফোনে তাকে (প্রকল্প পরিচালককে) অবহিত করেন যে, প্রকল্প সুফলভোগীদের পক্ষ হতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত না হলেও ব্যবহৃত ওজন পরিমাপক যন্ত্রে জালিয়াতি উল্লেখ করে কতিপয় ব্যক্তি কম ওজনের ছাগল বিতরণের অভিযোগ করেন এবং সমগ্র বিতরণ কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ ও দাপ্তরিক ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিচলিত হয়ে পড়েন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক এর সহায়তা কামনা করেন। আকস্মিকভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও বিভাগীয় স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রকল্প পরিচালক একই দিনে বিতরণকৃত সকল ছাগল ফেরত এনে সঠিক ওজনের ছাগল বিতরণ করেন; এবং

৩। যেহেতু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গঠিত 'উপজেলা বিতরণ কমিটি' প্রাণী বিতরণ করেছেন এবং ছাগলের ওজন পরিমাপের মেশিনটি পরীক্ষার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি মেশিনটি সম্পূর্ণ সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত ছিল বলে মতামত দেয়। সেক্ষেত্রে ওজন কারচুপির দাবিটি সত্য নয়; এবং

৪। যেহেতু, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সভাপতিত্বে 'প্রাণী ও মালামাল গ্রহণ কমিটি' প্রাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ডিপিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত 'উপজেলা বিতরণ কমিটি' প্রাণী বিতরণের জন্য সম্পূর্ণ সার্বভৌম ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা (প্রকল্প পরিচালক) প্রকল্প বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন তথা দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রমাণিত হয়না। একই সাথে ড. অসীম কুমার দাস (গ্রেডেশন নং- ১২৪৫), প্রকল্প পরিচালক, অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন;

৫। সেহেতু, ড. অসীম কুমার দাস (গ্রেডেশন নং-১২৪৫), প্রকল্প পরিচালক, "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক- প্রকল্প কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও লিখিত বক্তব্য এবং নথিপত্র পর্যালোচনান্তে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং একই সাথে প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তাকে সতর্ক করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০১ আশ্বিন ১৪৩৩/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৩.২৪-১৯৮**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত) [প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ্ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প] এর বিরুদ্ধে "F International Traders" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৩.২৪-৬৬ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২৪ রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯) এর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই-মেইল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং- ৯৪৯) কর্তৃক গত ১৮-০৩-২০২৪ তারিখে প্রেরিত জবাবে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাটির ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন। ব্যক্তিগত শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২-০৫-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হলে অভিযোগটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য ০১ (এক)টি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত বোর্ড গত ১০-০২-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত) [প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ্ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প] এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে ০৯ (নয়) টি বিষয়ের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের গুরুত্বসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুসারে কেন তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' দণ্ড প্রদান করা হবে না এই মর্মে এ শাখার ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৩.২৪-৫৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯) কর্তৃক ১০-০৩-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-৬ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(১০) বিধিমতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং- ৯৪৯)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে এ শাখা কর্তৃক একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাকে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান'এর বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

৬। সেহেতু, ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-৯৪৯), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত) [প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ্ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প] এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাকে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদান করা হলো।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

আদেশ

তারিখ: ৩০/০৯/২০২৬ খ্রি.।

বিষয়: বস্ত্র খাতের আওতাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে নতুন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আবেদন এবং বিদ্যমান ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে সরাসরি রপ্তানিকারকের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কিংবা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের পাশাপাশি সরাসরি রপ্তানিকারক সংযোজন করিয়া ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের পরিবর্তে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বা পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিলকরণ।

নং *০৮.০১.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০২.২৫/৫৩৬*—সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১২ মোতাবেক যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আবেদন এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সরাসরি রপ্তানিকারকের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের পাশাপাশি সরাসরি রপ্তানিকারক সংযোজন করিয়া ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের পরিস্থিতি পরিবর্তনের বিষয় ব্যবস্থিত হয়। বস্ত্র খাতের আওতাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

০২। উক্ত বিধিমালার বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) মোতাবেক যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে নতুন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের পরিবর্তে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বা পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশে “সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক” প্রতিষ্ঠান মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

০৩। উক্ত বিধিমালার বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক বিদ্যমান ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সরাসরি রপ্তানিকারকের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কিংবা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের পাশাপাশি সরাসরি রপ্তানিকারক সংযোজন করিয়া ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের পরিবর্তে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বা পোষক কর্তৃপক্ষ হইতে সংশোধনী গ্রহণ করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

০৪। উক্ত বিধিমালার বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৫) মোতাবেক বিনিয়োগ বোর্ডের পরিবর্তে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বা পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয়বিধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃতব্য সকল উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ ও এইচএস কোড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

০৫। কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

কাজী রায়হানুজ্জামান
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ভাদ্র ১৪৩৩/২৫ আগস্ট ২০২৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৮.৪১.২০২৫-৩৭৬—‘সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮’ এর আলোকে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলাধীন “মির্জা গোলাম হাফিজ ডিগ্রী কলেজ” ২৫ আগস্ট ২০২৬/১০ ভাদ্র ১৪৩৩ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুরুল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।